DU'AS IN HAJJ & UMRAH

(Bangla)

হজ্জ ও উমরাহর গুরুত্বপূর্ণ দু'আসমূহ

(বাংলা)

Compiled By

Khairul Huda Khan | খায়রুল হুদা খান

SHAHJALAL MOSQUE & ISLAMIC CENTRE

1A Eileen Grove, Rusholme, Manchester, M14 5WE

This Booklet is available from :

www.salaammedia.co.uk

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। সামর্থবান প্রত্যেক মুসলমানের উপর জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরয। হজ্জে মাবরূর তথা মাকবূল হজ্জ আদায়ের মাধ্যমে একজন মানুষ সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিস্পাপ হয়ে ফিরে আসে বলে হাদীসে নববীতে উল্লেখ আছে। হালাল উপার্জন দ্বারা হজ্জ আদায় এবং অশ্লীল কথা-বার্তা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মারামারি, রিয়া ইত্যাদি থেকে শরীর ও মনকে বিরত রেখে ধৈর্য্য ধারণের মাধ্যমে শরীআতের বিধি-নিষেধগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। পাশাপাশি সর্বদা আল্লাহর কাছে পূর্ববর্তী জীবনের কৃত গোনাহ-খাতার জন্য খাঁটি তাওবাহ করত: রহমত কামনা করতে হবে।

হজ্জের আগে কিংবা পরে মানবতার মুক্তির সনদ, সৃষ্টির উসীলা, শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যিয়ারত করা, মসজিদে নববীতে নামায আদায় করা এবং মদীনা শরীফের দর্শনীয় বরকতময় স্থানসমূহ থেকে বরকত হাসিল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আপনি হজ্জ সম্পাদন করেছেন, এর মাধ্যমে আপনার জীবনের গুনাহ মুক্তির ঘোষণা পেয়েছেন, আল্লাহর রহমত লাভ করেছেন, এ সকল কিছু যার উসীলায় লাভ করেছেন তিনি হলেন প্রাণপ্রিয় রাসূল, রাহমাতুল লিল আলামীন, শাফিয়ে মাহশার, সাকীয়ে কাওসার, জিন্দানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আরও মনে রাখবেন, আল্লাহর রাসূলের সে হাদীস যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফাআত করা ওয়াজিব। অন্য হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি হজ্জ করল অথচ আমার যিয়ারত করল না, সে আমাকে কষ্ট দিল।

এক হাদীস মতে মক্কা শরীফের মসজিদে হারামে এক রাকাআত নামাযে এক লক্ষ রাকাআতের সওয়াব আর মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে এক রাকা'আতে পঞ্চাশ হাজার রাকাআ'ত নামাযের সওয়াব মিলে।

হাদীসের কিতাব ও বুযুর্গানে কিরামের রচনাবলীতে হজ্জের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক দু'আ বর্ণিত আছে। এর মধ্য থেকে সহজে শেখার মতো কিছু মাসনূন দু'আ বাংলা অনুবাদ ও উচ্চারণসহ এখানেও উল্লেখ করা হলো। দু'আগুলোর অর্থও জেনে নিলে দু'আর সময় একাগ্রতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে। তবে যে কোনো ভাষায় আল্লাহর কাছে যে কোনো দু'আও করতে পারবেন।

খায়রুল হুদা খান
ইমাম, শাহজালাল মসজিদ, ম্যানচেস্টার, ইউকে

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ .

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমি আল্লাহর নামে তাঁরই উপর নির্ভর করে বের হচ্ছি। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোন উপায় নেই এবং (সৎকাজ করার) কোন শক্তি কারো নেই।

এরপর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস একবার করে পড়বেন।

গাড়ীতে বা প্লেনে উঠার সময় পড়বেন-

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

সুবহানাল্লাযি সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন।

পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এটাকে (এই বাহনকে) আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই ফিরে যাব আমাদের প্রতিপালকের দিকে।

উমরাহ'র নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উমরাতা ফাইয়াছছিরহা লী ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নী।

'হে আল্লাহ! আমি উমরাহ আদায়ের জন্য নিয়ত করছি, তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবূল করো।'

তালবিয়া :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ،

উচ্চারণ: লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারীকা লাক।

আমি আপনার দরবারে হাযির, হে আল্লাহ আমি আপনার দরবারে হাযির। আমি আপনার দরবারে হাযির আপনার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত আপনার, আর রাজত্বও আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই।

হজ্জ কিংবা উমরাহ'র সফরে এই দু'আ বেশি বেশি করে পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিদ্বাকা ওয়াল জান্নাহ। ওয়া আ'উযুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান না-র।

হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করি এবং অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।

মসজিদে হারামে (কিংবা যেকোন মসজিদে) প্রবেশ করার সময় এ দু'আ পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মাগফিরলি যুনূবী ওয়াফ্‌তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা।

আমি আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর। হে আল্লাহ আমার গোনাহ সমূহকে মাফ করে দাও। আর আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

অতঃপর কা'বা শরীফ নযরে পড়তেই এ দু'আ পড়বেন-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ،

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়ামিনকাস সালাম, ফাহাইয়িনা রাব্বানা বিস সালাম।

আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ সর্বমহান। হে আল্লাহ তুমি শান্তিময়। তোমার নিকট থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়। আমাদেরকে তুমি শান্তিতে বাঁচিয়ে রাখো।

তারপর পড়বেনঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَبِرًّا –

আল্লাহুম্মা যিদ বাইতাকা হাযা তাশরীফান ওয়া তা'যীমান ওয়া তাকরীমান ওয়া বিররা।

হে আল্লাহ তোমার এই ঘরের সম্মান, ইজ্জত, মর্যাদা ও পূণ্য বৃদ্ধি করে দাও।

তাওয়াফের নিয়তঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ،

আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল হারাম, সাব'আতা আশওয়াতিন, ফাইয়াছছিরহু লী ওয়া তাক্বাব্বালহু মিন্নী।

হে আল্লাহ! আমি সাত চক্করের সাথে তোমার পবিত্র ঘরের তাওয়াফ করার ইরাদা করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবূল করো।

হাজারে আসওয়াদের দিকে ফিরে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে পাঠ করবেন-

بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ، وللهِ الْحَمْدُ،

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ সর্বমহান। সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য।

তাওয়াফ আরম্ভ করে পাঠ করবেনঃ

سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ،

وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

আল্লাহ পাক পবিত্র সত্ত্বা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ সর্বমহান। মহামহিম আল্লাহর দয়া ছাড়া নেক কাজের ক্ষমতা নাই এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার উপায়ও নাই।

তারপর পাঠ করবেনঃ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِيْمَاناً بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

উচ্চারণ: আস সালাতু আসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা, ওয়া তাসদীক্বান বিকিতাবিকা, ওয়া ওফা'আন বি'আহদিকা, ওয়া ইত্তিবা'আন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অবারিত শান্তি ও রহমতের ধারা প্রবাহিত হোক আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সা.) এর প্রতি। হে আল্লাহ তোমার উপর ঈমান এনে, তোমার প্রেরিত কিতাব (কুরআনকে) সত্য জেনে, তোমার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণে এবং তোমার প্রিয় নবী (সা.) এর সুন্নাত অনুসরণে (আমার এই প্রয়াস)।

এরপর এই দু'আ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْأَمْنَ أَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَدِمَاءَنَا وَبَشَرَتَنَا مِنَ النَّارِ ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না হাযাল বাইতা বাইতুক, ওয়াল হারামা হারামুক, ওয়াল আমনা আমনুক, ওয়াল আবদা আবদুক, ওয়া ইবনু আবদিক, ওয়া হাযা মাক্বামুল আ'ইযি বিকা মিনান্-নার, ফাহার্‌রিম লুহূমানা ওয়া দিমাআনা ওয়া বাশারাতানা মিনান্-নার।

হে আল্লাহ! এই ঘর তো তোমারই ঘর। এ পবিত্র হারাম তোমারই হারাম। এই নিরাপত্তা তোমারই প্রদত্ত নিরাপত্তা। এখানের বাসিন্দাগণ তোমারই বান্দা। আর আমিও তোমারই বান্দা, তোমারই আরেক বান্দার সন্তান আমি। এই পবিত্র মাকাম জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সুতরাং আমার রক্ত, মাংস ও চামড়াকে জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করো।

আরো পড়তে পারেনঃ

اَللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ وَالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانِ. اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ

আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল বাইতিল আতীক। আ'তিক রিক্বাবানা ওয়া রিক্বাবা আ-বা-ইনা ওয়া উম্মাহাতিনা মিনান না-র। ইয়া যাল জূদি ওয়াল কারামি ওয়াল ফাদ্বলি ওয়াল মান্নি ওয়াল আত্বা-ই ওয়াল ইহসান। আল্লাহুম্মা আহসিন আক্বিবাতানা ফিল উমূরি কুল্লিহা ওয়া আজিরনা মিন খিযয়িদ দুন্ইয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ।

হে আল্লাহ, হে প্রাচীনতম ঘরের মালিক। আমাদেরকে এবং আমাদের পিতা-মাতাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও। হে পরম দাতা, দয়ালু, করুনাময় আল্লাহ। আমাদের সকল কর্মের ফলকে তুমি সুন্দর করে দাও। আর ইহকালের সর্বপ্রকার অপমান এবং পরকালের শাস্তি থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।

রুকনে ইরাকীর নিকটে (মাক্বামে ইবরাহীমের পাশের কোণ) পৌঁছে পাঠ করবেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِيْ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাশ শাক্কি ওয়াশ শিরকি, ওয়ান নিফাক্বি ওয়াশ শিক্বাকী, ওয়া সূ-ইল আখলাক্বি ওয়া সূ-ইল মুনক্বালাবি ফিল আহলি ওয়াল মা-লি ওয়াল ওয়ালাদ।

হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে পানাহ চাই সকল প্রকার ঈমানী সংশয়-সন্দেহ থেকে, তোমার সাথে শিরক করা থেকে, সকল প্রকার মুনাফেকী থেকে, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা থেকে, চরিত্রহীনতা থেকে এবং আমার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও সহায়-সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়া থেকে।

হাতীমের পাশে মীযাবে রাহমাতের বরাবর পাঠ করবেন-

اللّٰهُمَّ أَظِلَّنَا تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ، وَلاَ بَاقِيَ إِلَّا وَجْهُكَ، وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً مَّرِيْئَةً لَّا نَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

আল্লাহুম্মা আযিল্লানা তাহতা যিল্লি 'আরশিকা ইয়াউমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুক। ওয়াসক্বীনা মিন হাউদ্বি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শারবাতান হানী'আতান মারী'আতান লা নাযমা'উ বা'দাহা আবাদা। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন।

হে আল্লাহ! যেদিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, আর তুমি ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব থাকবে না, সেই ভয়াল দিনে আমাদেরকে তোমার আরশের ছায়ায় জায়গা দিও। আর তুমি রাহমান-রাহীমের অশেষ রহমতে আমাদেরকে আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর হাউযে কাওছার থেকে সুমিষ্ট ও সুশীতল পানি প্রদান করো, যে পানীয় একবার পান করলে আর কখনো আমরা পিপাসার্ত হব না।

রুকনে শামীর নিকট পৌঁছে পাঠ করবেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَّشْكُوْرًا ، وَذَنْبًا مَّغْفُوْرًا ، وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ، يَا عَالِمَ مَا فِيْ الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِيْ يَا اَللّٰهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلٰى النُّوْرِ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ'আলহু হাজ্জাম মাবরূরা, ওয়া ছা'ইয়াম মাশকূরা, ওয়া যানবান মাগফূরা, ওয়া তিজারাতান লান তাবূর, ইয়া 'আ-লিমা মা ফিছ-ছুদূর, আখরিজনী ইয়া আল্লাহ মিনায যুলুমাতি ইলান নূর।

হে আল্লাহ, আমার এই হজ্জকে তুমি মাকবূল হজ্জ বানিয়ে দাও, আমার এই প্রচেষ্টাকে কবূল করো, আমার গোনাহরাশি মাফ করে দাও, আমার (আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের) এই ব্যবসাকে ক্ষতিহীন ব্যবসায় পরিণত করো। হে অন্তর্যামী, যিনি মানুষের অন্তরে লুকায়িত সকল কিছু জানো, হে আল্লাহ আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাও।

রুকনে ইয়ামানীতে পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ-দীনি ওয়াদ-দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাহ।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে পড়বেন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ،

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়াক্বিনা 'আযাবান নার। ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আযীযু ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো আর আখিরাতেও কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দুজখের আগুন থেকে বাঁচাও। আমাদেরকে নেককারদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে পরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল, হে জগৎসমূহের প্রতিপালক।

যমযমের পানি পান করার সময় দু'আ-

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلاً صَالِحًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ،

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ইলমান নাফি'আ, ওয়া 'আমালান সালিহা, ওয়া রিযক্বান ওয়াসি'আ, ওয়া শিফা-আন মিন কুল্লি দা'।

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপরে। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে উপকারী ইলম, নেক আমল, প্রশস্ত রিযিক এবং সকল রোগ থেকে শিফা কামনা করছি।

সাঈ

যমযমের পানি পান করে সাঈ'র জন্য সাফা পাহাড়ের দিকে আরোহন করতে করতে পাঠ করবেন-

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ– إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ط

উচ্চারণঃ আবদাউ বিমা বাদা'আল্লাহু বিহি। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ'ইরিল্লাহ। ফামান হাজ্জাল বাইতা আওয়ি'তামারা ফালা জুনাহা আন ইয়াত্তাউয়াফা বিহিমা। ওয়ামান তাত্বাউয়া'আ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন 'আলীম।

আমি আরম্ভ করছি যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আরম্ভ করেছেন। "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোন দোষ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ভালো কাজের পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"

সাফা পাহাড়ের পাদদ্বেশে দাঁড়িয়ে মুনাজাতের ন্যায় উভয় হাত উঠিয়ে পাঠ করবে-

اَللهُ أَكْبَرْ، اَللهُ أَكْبَرْ، اَللهُ أَكْبَرْ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ،

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ওয়ালিল্লাহিল হামদ। লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, য়ুহয়ী ওয়া য়ুমীতু। ওয়াহুয়া হাইয়ুন লা য়ুমীতু। বিয়াদিহিল খাইর। ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা 'আলি মুহাম্মাদ।

আল্লাহ সর্বমহান! আল্লাহ সর্বমহান! আল্লাহ সর্বমহান এবং সমস্ত প্রশংসার আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব ও অমর। সকল কল্যাণ তাঁরই কাছে। তিনি সকল বিষয়ের উপর তিনি ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি তোমার অপরিসীম রহমত বর্ষণ করো।

সাঈ আরম্ভ করে পড়বেনঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ

লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, য়ুহয়ী ওয়া য়ুমীতু। ওয়াহুয়া হাইয়ুন লা য়ুমীতু। বিয়াদিহিল খাইর। ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ।

আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব ও অমর। সকল কল্যাণ তাঁরই কাছে। তিনি সকল বিষয়ের উপর তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তাঁর বান্দাহ (হযরত মুহাম্মদ সা.) কে একাই বিজয় দান করেছেন। একাই তিনি সম্মিলিত কাফির বাহিনীকে পরাভুত করেছেন।

তারপর পড়বেন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ– رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمّا تَعْلَمْ، إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى، وَالتُّقٰى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنٰى، اَللّٰهُمَّ أَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতান ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়াক্বিনা 'আযাবান নার। রাব্বিগফির ওয়ারহাম, ওয়া'ফু ওয়া তাকাররাম, ওয়া তাজাওয়ায 'আম্মা তা'লাম, ইন্নাকা আনতাল্লাহুল আ'আয্যুল আকরাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্ তুক্বা, ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা। আল্লাহুম্মা আইন্না আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো আর আখিরাতেও কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দুজখের আগুন থেকে বাঁচাও। প্রভু ক্ষমা করো, দয়া করো, অনুগ্রহ করো, আর তুমি তা জানো, তা মাফ করে দাও। তুমি আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাসম্মানিত। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট হেদায়াত, তাকওয়া, ক্ষমা এবং পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি চাই। হে আল্লাহ, আমি তোমার যিকর, শুকরিয়া এবং নেক আমলের জন্য তোমার সাহায্য চাই।

সাফা-মারওয়ার মধ্যখানে সবুজ বাতির নীচে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে পড়বেনঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ،

রাব্বিগফির ওয়ারহাম, আনতাল আ'আয্যুল আকরাম।

আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করো, দয়া করো। তুমি তো মহাপরাক্রমশালী, মহাসম্মানিত।

হজ্জের মূল পাঁচ দিনে পঠিত দু'আ

হজ্জের নিয়তঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াছছিরহু লী ওয়া তাক্বাব্বালহু মিন্নী।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের জন্য ইরাদা করছি, তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে এই হজ্জ কবূল কর।'

তাকবীরে তাশরীকঃ

৯ যিলহজ্জ ফজর হতে ১৩ যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তিনবার পড়বেন-

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ،

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

আরাফার ময়দানের বিশেষ আমল

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আরাফার দিন বিকালে কোন মুসলিম ব্যক্তি ক্বিবলামুখী হয়ে নিম্নলিখিত তাসবীহগুলো পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার এ বান্দার কী প্রতিদান হতে পারে, যে আমার তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর পাঠ করেছে এবং আমার নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করেছে? হে আমার ফেরেশতাগণ! তোমরা স্বাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার নিজের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবূল করলাম। আর আমার বান্দা যদি আমার নিকট দু'আ করে তবে আরাফায় অবস্থানকারী সকলের ব্যাপারে আমি তার সুপারিশ কবূল করব (ইরশাদুস সারী, ফাতাওয়া ও মাসাঈল)। তাসবীহগুলো হচ্ছে-

১.

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ،

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। (১০০ বার)

২. সূরা ইখলাস (কুল হুয়াল্লাহু আহাদ) : (১০০ বার)

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، اللهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،

৩. দরুদে ইবরাহিমী: (১০০ বার)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ ،

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা 'আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা 'আলি ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া আলাইনা মা'আহুম।

আরাফার দিনে বেশি করে পড়বেন-

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ،

اَللّٰهُمَّ يا اَجْوَدَ مَنْ اَعْطٰى، وَيا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْأَوَّلِينَ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْأٰخِرِينَ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْمَلَئِ الْأَعْلٰى، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْمُرْسَلِينَ، اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً وَآلَهِ الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالرِّفْعَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبيرَةَ، اَللّٰهُمَّ اِنّي آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَلا تَحْرِمْنى فِي الْقِيامَةِ رُؤْيَتَهُ، وَارْزُقْنى صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّنى عَلٰى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنى مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً سآئِغاً هَنيئاً لا اَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَداً اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنّي آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَعَرِّفْنى فِي الْجِنانِ وَجْهَهُ، اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنّي تَحِيَّةً كَثيرَةً وَسَلاماً.

জামারাতে পাথর নিক্ষেপের সময় পড়বেনঃ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطٰنِ وَرِضيً لِّلرَّحْمٰنِ ،

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। রাগ্‌মাল লিশ-শাইতান, ওয়া রিদাল লির-রাহমান।

বিশেষ বিশেষ দু'আ (যেকোন সময় পড়ার জন্য)

গোনাহ মাফের দু'আঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ،

উচ্চারণ: রাব্বানা যালামনা আনফুছানা, ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকূনান্না মিলান খাছিরীন।

হে আমাদের রব্ব! আমরা নিজেদের উপর যুলুম (অন্যায়) করেছি। আর তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করো আর আমাদেরকে রহম না করো, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

পিতা-মাতার জন্য দু'আ-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيرًا ،

রাব্বানাগফির লানা ওয়ালি-ওয়ালিদাইনা রাব্বির্‌হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা।

হে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও আর আমাদের মা-বাবাকেও মাফ করে দাও। আর তাঁদেরকে এমনভাবে দয়া করো, যেভাবে তাঁরা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।

পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির জন্য দু'আ-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ،

উচ্চারণ: রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আ'য়ূনিন ওয়াজ'আলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন সঙ্গী (স্বামী/স্ত্রী) ও সন্তানাদি দান করো যারা আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকিদের সর্দার বানিয়ে দাও।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ،

উচ্চারণ : রাব্বিজ 'আলনী মুক্বীমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়্যাতি রাব্বানা ওয়া তাক্বাব্বাল দু'আ। রাব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াউমা ইয়াক্বূমুল হিছাব।

হে আমার রব! আমাকে নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং বংশধরদের থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক আমার দু'আ কবূল করো। হে আমাদের প্রতিপালক, যেদিন হিসাব (কিয়ামত) কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে মাফ ক্ষমা করে দিও।

ঘরের শান্তি ও রিযেকের বরকতের জন্যঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

(আল্লাহুম্মাগ্ ফির লী যানবী, ওয়া ওয়াস্সি'লী ফী দা-রী, ওয়া বা-রিক লী ফী রিযক্বী)

হে আল্লাহ, আমার গোনাহ মাফ করো, আমার ঘরে প্রশস্ততা দান করো এবং আমার রিযিকের মধ্যে বরকত দান করো।

বিপদে কিংবা পেরেশানির সময় বেশি করে পড়বেনঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيْمُ– لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ– لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ط

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদ্বি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই, তিনি মহান ও সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই, তিনি মহান আরশের রব্ব। আল্লাহ ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার জন্যঃ

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ–

রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাহ। ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।

হে আমাদের প্রতিপালক! হেদায়াত দানের পর আমাদের অন্তরসমূহকে তুমি আর বক্র করে দিও না আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি তো মহান দাতা।

ঈমানের উপর মৃত্যুর জন্য দু'আ

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব। আনতা ওলিয়্যি ফিদদুনইয়া ওয়াল আখিরাহ। তাওয়াফফানী মুসলিমান ওয়া আলহিক্বনী বিসসা-লিহীন।

হে আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা! দুনিয়া ও আখিরাতে তুমিই একমাত্র আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান করো এবং (মৃত্যুর পর) নেককারদের সাথে আমাকে মিলিত করে দাও।

মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার নামাযে কিংবা কবর যিয়ারতে দু'আঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ ،

আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গা-ইবিনা ওয়া সাগীরিনা ও কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান।

হে আল্লাহ আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদেরকে তুমি জীবিত রাখো, তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং আমাদের মধ্যে যাদেরকে মৃত্যু দান করবে তাদেরকে ঈমানে সাথে মৃত্যু দান করো।

রিযেক আসান হওয়ার জন্যঃ

(ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর এবং ফজরের নামাজের আগে ১০০ বার পড়িবেন)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، أَسْتَغْفِرُ الله

(সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল 'আজীম, আস্তাগফিরুল্লাহ)

ব্যথার জন্যঃ

ব্যথার স্থানে ডান হাত রাখিয়া প্রথমে ৩ বার পড়িবেনঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)

তারপর ৭ বার পড়িবেনঃ

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاذِرُ

(আউযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা- আজিদু ওয়া উহাযিরু)

এই যে ব্যথা আমি অনুভব করছি এবং যে আশংকা আমি করছি, তার অনিষ্ট থেকে আমি আল্লাহর এবং তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হজ্জের মূল পাঁচ দিনে পঠিত দু'আ

হজ্জের নিয়তঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াছছিরহু লী ওয়া তাক্বাব্বালহু মিন্নী।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের জন্য ইরাদা করছি, তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে এই হজ্জ কবূল কর।'

তাকবীরে তাশরীকঃ

৯ যিলহজ্জ ফজর হতে ১৩ যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তিনবার পড়বেন-

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ،

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

আরাফার ময়দানের বিশেষ আমল

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আরাফার দিন বিকালে কোন মুসলিম ব্যক্তি ক্বিবলামুখী হয়ে নিম্নলিখিত তাসবীহগুলো পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার এ বান্দার কী প্রতিদান হতে পারে, যে আমার তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর পাঠ করেছে এবং আমার নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করেছে? হে আমার ফেরেশতাগণ! তোমরা স্বাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার নিজের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবূল করলাম। আর আমার বান্দা যদি আমার নিকট দু'আ করে তবে আরাফায় অবস্থানকারী সকলের ব্যাপারে আমি তার সুপারিশ কবূল করব (ইরশাদুস সারী, ফাতাওয়া ও মাসাঈল)। তাসবীহগুলো হচ্ছে-

১.

لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ،

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। (এ তাসবীহ ১০০ বার পড়বেন।)

২.

সূরা ইখলাস (কুল হুয়াল্লাহু আহাদ) : (১০০ বার)

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، اللهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ،

৩.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ ،

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক ’আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা ‘আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া ’আলা ‘আলি ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া আলাইনা মা‘আহুম।

(এই দুরুদ শরীফ ১০০ বার পড়বেন।)

আরাফার দিনে বেশি করে পড়বেন-

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، اَللّٰهُمَّ يا اَجْوَدَ مَنْ اَعْطٰى، وَيا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْاَوَّلِينَ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْاٰخِرِينَ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْمَلَإِ الْاَعْلٰى، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْمُرْسَلِينَ، اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً وَآلَهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالرِّفْعَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ، اَللّٰهُمَّ اِنّي آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَلا تَحْرِمْنِي فِي الْقِيامَةِ رُؤْيَتَهُ، وَارْزُقْنِي صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّنِي عَلٰى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً سآئِغاً هَنِيئاً لا اَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَداً اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنّي آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَعَرِّفْنِي فِي الْجِنانِ وَجْهَهُ، اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنّي تَحِيَّةً كَثِيرَةً وَسَلاماً.

জামারাতে পাথর নিক্ষেপের সময় পড়বেনঃ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطنِ وَرِضيً لِّلرَّحْمٰنِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا ، وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا ،

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। রাগ্‌মাল লিশ-শাইতান, ওয়া রিদাল লির-রাহমান। আল্লাহুম্মাজ'আলহু হাজ্জাম মাবরূরা, ওয়া যানবান মাগফূরা ওয়া ছা'ইয়াম মাশকূরা।

মদীনা শরীফে দু'আ সমূহ

মদীনা শরীফের সীমানা প্রাচীর/প্রবেশদ্বার দৃষ্টিগোচর হলে দুরুদ শরীফ পড়ে এই দু'আটি পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ، فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ، وَأَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ،

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হাযা হারামু নাবিয়্যিকা, ফাজ'আলহু লী বিক্বায়াতুম মিনান নার, ওয়া আমানাম মিনাল 'আযাব ওয়া সূ'ইল হিসাব।

হে আল্লাহ! এই শহর তো হচ্ছে তোমার নবীর পবিত্র হারাম। সুতরাং এই শহরকে আমার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির উসীলা এবং সকল প্রকার শাস্তি ও কঠিন হিসাব থেকে রক্ষাকারী বানিয়ে দাও।

শহরে প্রবেশের সময় কিংবা প্রবেশ করে আরো পড়তে পারেন-

بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ .رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا — اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوابَ رَحْمَتِكَ ، وَارْزُقْنِي فِي زِيَارَةِ نَبِيِّكَ مَا رَزَقْتَهُ أَوْلِيَاءَكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ، وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي يَا خَيْرَ مَسْؤُوْلٍ.

বিসল্লিাহি মা-শা-আল্লাহ। লা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। রাব্বি আদখিলনী মুদখালা সিদক্বিন ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদক্বনীন ওয়াজ 'আললী মিন লাদুনকা সুলতানান নাসীরা। আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক। ওয়ারযুকনী ফি যিয়ারাতি নাবিইয়িকা মা রাযাকতাহু আউলিয়াআকা ওয়া আহলা তাআতিকা, ওয়াগফিরলী ওয়ারহামনী ইয়া খাইরা মাসউল।

আল্লাহর নামে (এ শহরে প্রবেশ করছি)। আল্লাহ যা মনযুর করেছেন। নেক কাজ করা ও গোনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর। হে আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও। আর তোমার প্রিয়তম নবীর যিয়ারত থেকে আমাকে এমন উপকারিতা দান করো যেমন উপকারিতা তুমি তোমার আউলিয়ায়ে কিরাম ও তোমার প্রিয়জনদেরকে দান করে থাক। আর আমাকে মাফ করে দাও, আমার উপর রহমত নাযিল করো হে শ্রেষ্ঠ দু'আ কবূলকারী।

মদীনা শরীফে হরম এলাকায় প্রবেশ করে পড়া উত্তম-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْحَرَمُ الَّذِيْ حَرَّمْتَهُ عَلٰى لِسَانِ حَبِيْبِكَ وَرَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَدَعَاكَ أَنْ تَجْعَلَ فِيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ مِثْلَيْ مَا هُوَ بِحَرَمِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، فَحَرِّمْنِيْ عَلَى النَّارِ، وَأَمِنِّيْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، وَارْزُقْنِيْ مِنْ بَرَكَاتِكَ مَا رَزَقْتَهُ أَوْلِيَاءَكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ، وَوَفِّقْنِيْ فِيْهِ لِحُسْنِ الْأَدَبِ، وَفِعْلِ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ.

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই এটি হচ্ছে সেই হারাম, যা তুমি তোমার হাবীবের ভাষায় 'হারাম' বলে ঘোষণা দিয়েছ। তুমি মক্কার হারাম শরীফের জন্য দান করেছিলে মদীনার এই হারাম শরীফের জন্য তার দ্বিগুন কল্যাণ ও বরকত কামনা করেছেন তোমার হাবীব (সা.)। সুতরাং আমার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দাও। আর যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পূণরুত্থিত করবে সেদিনের শাস্তি থেকে আমাকে হেফাজত করো। আর তোমার পক্ষ থেকে এমন নিয়ামত আমাকে দান করো যে রকম নিয়ামত তোমার আউলিয়ায়ে কিরাম ও প্রিয়জনদেরকে তুমি দান করে থাক। আর এই শহরে আমাকে উত্তম আদাব-আচরণ করার, বেশি করে নেক কাজ করার আর খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ

মসজিদে নববীর দরজায় প্রবেশের সময় পাঠ করবেন-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِي أَبْوابَ رَحْمَتِكَ،

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক।

আমি আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর। হে আল্লাহ আমার গোনাহ সমূহকে মাফ করে দাও। আর আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রওদ্বাপাকে তাঁর চেহারা মুবারক বরাবর দাঁড়িয়ে পড়বেন-

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله ،
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله ،
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ ،
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ،
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ ،
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه

আস সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আস সালাতু আস সালামু 'আলাইকা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ। আস সালাতু আস সালামু 'আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ। আস সালাতু আস সালামু 'আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল-আলামীন। আস সালাতু আস সালামু 'আলাইকা ইয়া শাফি'আল মুযনিবীন। আস সালাতু আস সালামু 'আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল আম্বিয়ায়ি ওয়াল মুরসালীন ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এরপর পড়বেন-

أَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِه، وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتّٰى أَتَاكَ الْيَقِيْنِ– اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى آلِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَذُرِّيَّتِكَ وَأَصْحَابِكَ أَجْمَعِيْنَ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَجَمِيْعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، جَزَاكَ اللهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا عَنْ أُمَّتِهِ.

أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ .وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ.

সংক্ষেপে: আশহাদু আন্নাকা বাল্লাগতার রিসালাতা ওয়া আদ্দাইতাল আমানাতা ওয়া নাসাহতাল উম্মাতা ফাজাযাকাল্লাহু আন্না আফদ্বালা মা জাযা রাসূলান ‘আন উম্মাতিহি। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। ওয়া আশহাদু আন্নাকা ক্বাদ বাল্লাগতার রিসালাহ, ওয়া আদ্দাইতাল আমানাহ, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বাক্ষী দিচ্ছি আপনি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আপনি আমানত রক্ষা করেছেন, আপনার উম্মতকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, সকল অন্ধকার দূর করে দিয়েছেন। আপনি আল্লাহর রাস্তায় যথাযথ জিহাদ করেছেন এবং আপনার জীবনাবসান পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদাত করেছেন। সালাম আপনার উপর, আপনার পরিবার-পরিজন, বংশধর এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর। সালাম আপনার উপর এবং সকল নবী-রাসূলের উপর এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দাহর উপর। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ পাক যেভাবে অন্যান্য নবীদেরকে তাঁদের উম্মতের পক্ষ থেকে জাযা দিয়েছেন তার চেয়েও উত্তম জাযা আল্লাহ আপনাকে প্রদান করুন। আমি স্বাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আমি আরও স্বাক্ষী দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আরও স্বাক্ষী দিচ্ছি যে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আপনি আমানত রক্ষা করেছেন, আপনার উম্মতকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

এরপর ডানদিকে এক হাত পরিমান এগিয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে সালাম দিবেন-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ فِي الْغَارِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ،

উচ্চারণ: আসসালামু 'আলাইকা ইয়া খালিফাতা রাসূলিল্লাহ, আসসালামু 'আলাইকা ইয়া সা-হিবা রাসূলিল্লাহি ফিল গার, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। জাযাকাল্লাহু 'আন্না খাইরাল জাযা।

অনুবাদঃ হে রাসূলুল্লাহর খলীফা আপনার উপর সালাম। হে রাসূলের গুহার সাথী, আপনার উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এরপর ডানদিকে একহাত পরিমান এগিয়ে হযরত উমর ফারুক (রা.) কে সালাম দিবেন এভাবে-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْق وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ،

উচ্চারণ: আসসালামু 'আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন উমর আল-ফারুক, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। জাযাকাল্লাহু 'আন্না খাইরাল জাযা।

অনুবাদঃ হে আমিরুল মুমিনীন উমর ফারুক (রা.) আপনার উপর আল্লাহর রহমত, শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দারু করুন।।

অন্যান্য কবর যিয়ারতের সময় পড়বেন-

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ –

উচ্চারণ: আসসালামু 'আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালা-হিকূণ। নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল 'আফিয়াহ।

অর্থ : হে কবরবাসী মুমিন মুসলমান! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

উহুদের শুহাদাগনের নিকট এইভাবে সালাম দিবেন-

سَلامٌ عَلَيْكُمْ دَار قَومٍ مُؤْمِنينِ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ، فَجَزاكُمُ اللهُ عَنْ نَبِيّهِ وَعَنِ الاِسْلامِ وَاَهْلِهِ اَفْضَلَ الْجَزاءِ،